যুগান্তর

তারিখ ৩/৭/২০০৩
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এসিআর আতংক

❑ পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে অনিয়ম ও ঘাপলার অভিযোগ উঠেছে। মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানের দক্ষতা বিবেচনা না করে শুধু এসিআরের ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়ায় এই অভিযোগ উঠেছে। ফলে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা এখন এসিআর আতংকে ভুগছেন। এসিআরের ভিত্তিতে এরই মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়েছে। ১০/১৫ বছর সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে সব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকার পরও পাঁচ শতাধিক শিক্ষক অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাছাইকৃত তালিকাতেও অনিয়মের আশংকা করা হচ্ছে। চলতি জুন মাসেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই পদোন্নতি দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয় নিয়ে গত ৭/৮ বছর ধরে শিক্ষক সমিতিগুলো আন্দোলন করছে। শিক্ষকরা তাদের মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানে পারদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে পদোন্নতি প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু একটি মহলের অনীহা ও খামখেয়ালির কারণে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো শিক্ষকদেরও এসিআরের (বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন) ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া শুরু হয়। ফলে কলেজের অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানের দেয়া এসিআরের গোপন নম্বরের ওপর শিক্ষকদের ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কোন শিক্ষকের মনোমালিন্য বা কথা কাটাকাটি হলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে এসিআরে। এছাড়া এসিআরে নম্বর দেয়ার সময় শিক্ষকের মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষাদানের দক্ষতাকে বিবেচনা করা হয় না। এভাবেই গত ১৬ এপ্রিল ৩২৭ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে এবং মে মাসে ১১২০ জন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দুটি পদে সব যোগ্যতা, মেধা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানের দক্ষতা থাকার পরও এসিআরের নিষ্ঠুর শিকার হয়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক পদোন্নতি পাননি। সম্প্রতি ১৫০০ প্রভাষকের পদোন্নতির একটি তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।